বি-৬৭ বাসে সাত মিনিট; সমাপনী অনুষ্ঠান এবং জলবায়ু শিল্পকর্ম

শিল্পী: মনিকা জাহান বোস

আনন্দ, উদ্দীপনা আর উৎসব মূখর আমেজে গত ২৯শে জুন শেষ হলো বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আর্টিস্ট ও একটিভিস্ট মনিকা জাহান বোসের একক প্রদর্শনী, "সেভেন মিনিটস অন বি-৬৭"। মে মাসের বাইশ তারিখ থেকে ব্রুকলিনের ওপেন সোর্স গ্যালারিতে শুরু হয়েছিল এ প্রদর্শনী। উদ্বোধনী দিনে বিপুল সংখ্যক মার্কিনীসহ অনেক বাংলাদেশি উপস্থিত ছিলেন।

এই প্রদর্শনীর মূলমন্ত্র ছিলো বিশ্বব্যাপি আবহাওয়া পরিবর্তন ও এর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা। বিশ্বব্যাপি তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে পৃথিবীর উপকূলীয় এলাকাগুলো প্রচন্ড ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে এবং এক সময় এসব এলাকা সমুদ্রের মাঝে বিলীনও হয়ে যেতে পারে। আর এই ঝুঁকি থেকে উন্নত কিংবা স্বল্পোন্নত দেশ কেউই বাদ যাবেনা। এই আবহাওয়া পরিবর্তনের প্রভাব বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চালের উপকূলীয় অঞ্চল কাঁটাখালি থেকে নিউ ইয়র্ক, কাউকেই ছাড়বে না যদি না এখনই উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হয়।

বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার ভাঙ্গন রোধে গাছ তথা নারিকেল গাছের কোন তুলনা নেই। মনিকা কাঁটাখালি গ্রামের নিম্নবিত্ত পরিবারের মহিলাদের সংগঠিত করে উপকূলীয় এলাকায় নারকেল গাছ লাগিয়ে ভাঙ্গন রোধের উদযোগ গ্রহন করেছেন। তিনি তাদের আবহাওয়া পরিবর্তন সম্পর্কেই শুধু জনগণকে সচেতন করছেন না, তাদেরকে নারিকেল চারা তৈরি ও বপনের মাধ্যমে উপকুলের ভাঙ্গন রোধে তৎপর হতে উদ্বুদ্ধ করছেন। মনিকা তার শিল্পকলার মাধ্যম হিসেবে শাড়িকে ক্যানভাস হিসেবে বেছে নিয়েছেন, যেখানে যে কেউ আবহাওয়া পরিবর্তন বিষয়ে তার চিন্তা-চেতনাকে ছবি এঁকে কিংবা লিখে প্রকাশ করতে পারবে। অর্থাৎ শাড়িতে গল্প বলা। আবহাওয়ার পরিবর্তন, নারকেল গাছ রোপন, ইত্যাদি বিষয় উঠে এসেছে এসব শাড়ির জমিনে। কাঁটখালি গ্রামের মহিলারা এসব শাড়িতে প্রকৃতির নানা মোটিফ যেমন, মাছ, গাছ, লতাপাতা এঁকে তাদের মনের ভাব ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ লেডিস ক্লাবের সদস্যবৃন্দ একটি নীল শাড়িতে অঙ্কনের মাধ্যমে যে গল্প বলা শুরু করেছিলেন, তারই সমাপ্তি হলো শাড়ির বাকী জমিনে আরো কিছু গল্প বলে ও ছবি এঁকে। প্রায় ডজনখানেক শাড়ি দিয়ে তিনি এই ইলাস্টেশন করেছেন এই গ্যালারিতে। এটি "নারীর কথা: শাড়ির মধ্যে জীবন গাঁথা"-এর একটি অংশ। এখানে নারীর প্রতীক হয়ে এসেছে শাড়ি। বাংলাসহ বিভিন্ন ভাষায় লিখিত এ সকল কথামালার লেখকেরাও মূলত নারী। মনিকা তাঁর এ কাজের মধ্য দিয়ে মূলত বাংলাদেশি নারীদের সংগ্রামী জীবনের চিত্রই তুলে ধরতে চেয়েছেন।

২৯ জুনের সমাপনী অনুষ্ঠানটি শুরু হয় ব্রুকলিনের ক্যান্সিংটনের ম্যাকডোনাল্ড এভিনিউ থেকে বাস যাত্রার মাধ্যমে। আগত অতিথিবৃন্দ ও মনিকা, সবার পরনেই ছিলো নীল শাড়ি। এরপর বি-৬৭ বাসে চড়ে, বাংলাদেশ লেডিস ক্লাবের সদস্যবৃন্দ এবং কুইন্স ও ব্রুকলিন থেকে আগত অতিথিরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "খর বায়ু বয় বেগে, চারিদিক ছায় মেঘে" গানটি গাইতে গাইতে কাঙ্খিত এভিনিউ সাত-এর ১৮ স্ট্রিট বাসস্টপে পৌছান।

বাস থেকে নেমে একটি নীল শাড়ি যার জমিনে আঁকা রয়েছে আবহাওয়া ও পরিবেশ বিষয়ক সব চিত্র, সবাই মিলে সেটি ধরে ও "খরবায়ু বয় বেগে" গানটি গাইতে গাইতে তিনটি ব্লক পেরিয়ে ওপেন সোর্স গ্যালারিতে হাজির হন। গ্যালারির প্রবেশ পথে সুমধুবাঁশের বাঁশি বাজাচ্ছিল ইফতি। এরপর তরুণ প্রজন্মের ইফতি তার লেখা ও সুর করা আবহাওয়া পরিবর্তন বিষয়ক একটি চমৎকার গান গেয়ে শোনায়। আগত অতিথিরা শাড়িটিতে আবহাওয়া ও পরিবেশ বিষয়ে নানা চিত্রাঙ্কন ও বাণী লিখে শাড়িটির জমিনটিকে ভরিয়ে তোলেন। এরপর মনিকা ও আগত অতিথিরা আবহাওয়া ও পরিবেশ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন।

আলোচকদের মাধ্যমে জানা যায় কী করে বিলিয়ন ঝিনুক চাষের মাধ্যমে নিউ ইয়র্কের উপকূলকে রক্ষা করা হচ্ছে। শাড়িতে অঙ্কইন নয়, গ্যালারির সামনের ফুটপাথে ঝিনুকের খোলস বিছিয়ে আল্পনাও

আঁকা হয়। আর কাকাতালীয় হলেও সত্যি সেদিন প্রখর রোদের দিনে এক পশলা বৃষ্টি ভিজিয়ে দিয়েছিল ওপেন সোর্স গ্যালারির আশপাশের প্রকৃতিকে।

উল্লেখ্য, মণিকা জাহান বোসের মা বাংলাদেশের বিশিষ্ট লেখক এবং সমাজকর্মী নূরজাহান বোস। বঙ্গোপসাগর -উপকূলবর্তী পটুয়াখালী জেলার প্রমত্তা আগুনমুখা নদীর কোলে সৃষ্ট কাঁটাখালী চরের সংগ্রামী নারী নূরজাহান বোস। তিনি তাঁর প্রথম লেখা গ্রন্থ "আগুন মুখার মেয়ে" বইটির জন্য বাংলা একাডেমি পুরস্কারে সম্মানিত হন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশের দু:স্থ নারীদের জন্য কাজ করে চলেছেন নিরলসভাবে। মনিকার বাবা বিখ্যাত মার্কসবাদী নেতা ও অর্থনীতিবিদ স্বদেশ বোস। স্বনামধন্য বাবা-মায়ের সুযোগ্য কন্যা মনিকা জাহান বোস শিল্পকলায় পড়ালেখা করেন আমেরিকায় ও ভারতের শান্তিনিকেতনে। এছাড়া তিনি আমেরিকার কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে ল'তে গ্রাজুয়েশন করেন। পেশাগত জীবনে তিনি একজন এটর্নি।

–জেসমিন আরা